Pakheer Raja Finggey

(A collection of Children Rhymes and Poems)

COMPOSED BY

DEWAN ABDUL BASET

PUBLISHED BY

Marupalash GROUP OF PUBLICATIONS

DHAKA, BANGLADESH

FIRST EDITION

BOIPOTRO GROUP, DHAKA

NATIONAL BOOK FAIR, BANGLA ACADEMY

DHAKA, BANGLADESH

FEBRUARY 2002

INTERNET EDITION

SHIPON

SEPTEMBER 2002

COMPUTER COMPOSED BY:

LUBNA BASET BRISHTI

Contact with writer

E-MAIL: marupalash@yahoo.com

dewanbaset@hotmail.com

ISBN 984-8211-12-8

পাখির রাজা ফিঙে

দেওয়ান আবদুল বাসেত

মরুপলাশ (বইপত্র) গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
ঢাকা, বাংলাদেশ
ISBN 984-8211-12-8

পাখির রাজা ফিঙে

দেওয়ান আবদুল বাসেত

প্রকাশক:

বৃষ্টি নদী বৈশাখী
মরুপলাশ (বইপত্র) গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রথম প্রকাশ:
জাতীয় গ্রন্থমেলা-২০০০

দ্বিতীয় প্রকাশ:
জাতীয় গ্রন্থমেলা-২০০২

তৃতীয় ইন্টারনেট সংস্করণ
শিপন
সেপ্টেম্বর ২০০২

গ্রন্থ স্বত্ব:
বৃষ্টি নদী বৈশাখী

কম্পিউটার কম্পোজ:
লুবনা বাসেত বৃষ্টি

লেখকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ :
E-mail : marupalash@yahoo.com
dewanbaset@hotmail.com

"Pakheer Raja Finggey" composed by Dewan Abdul Baset
A collection of Childrens Rhymes and Poems
Published by: Marupalash (Boipotro) Group of Publications
Bangla Bazar, Dhaka, Bangladesh

ISBN 984-8211-12-8

পাখির রাজা ফিঙে

দেওয়ান আবদুল বাসেত

উৎসর্গ....

বৃষ্টি, নদী, বৈশাখী
আমার তিন তনয়ার মতো
বাংলার সকল সবুজ সবুজ
অবুজ সোনা মনিদের হাতে..

– ছড়াকার

পাখির রাজা ফিঙে / ৩

ISBN 984-8211-12-8

পাখির রাজা ফিঙে

দুই পড়শি শ্যামা, দোয়েল
দু'ঘরে মোট চারটি ছানা,
কেউবা হাসে, কেউবা কাঁদে
কেউ মেলে তার কচি ডানা।

টুন্‌টুনি, আর মৌটুসিরা
দেখতে এলো মিষ্টি ছানা,
কমলা বউ নাচতে এলো
লাল মুনিয়া গাইছে গানা।

এম্‌নি মজার জল্‌সা ঘরে
হঠাৎ করেই চিলের থাবা,
ফিঙে রাজা আসলে তেড়ে
বলছে চিলে,- 'ভাগ্‌রে বাবা'!

ফিঙে রাজার রঙটি কালো
চোখ দু'টিতে দীপ্ত আলো।
পুচ্ছ তাহার লম্বা-বড়ো
সাহস-উদার সাগর তরো
তাইতো পরের বিপদ দেখে
ঝাপ্‌ দিবে জান্‌ বাজি রেখে
সকল বাঁধা ডিঙে
পাখির রাজা ফিঙে।।

লক্ষ পাখির কিচির মিচির

লক্ষ পাখির কিচির মিচির
বলছে আমায় ডেকে-
'ছন্দ গানে দেশটা ভরা
লিখবে একে একে' ।

বলছে - শালিক, টিয়ে, ঘুঘু
বলছে- বিড়াল পুষি,
'ছন্দ ছড়া লিখবে খোকা
যত্তো তোমার খুশি ।

ব্যাঙ এসে কয়-'ঘ্যাঙর ঘ্যাং
লিখবে ছড়া আমায় নিয়ে
নইলে তোমার ভাঙ্গবো ঠ্যাং'!

ফুল পরীদের রাজা
তার নামে না লিখলে ছড়া
ভাঙ্গবে নাকি মাজা!

বৃষ্টি, নদী বলে-
'মোদের নামে বল্‌লে কটু
মারবো তোমায় জলে'!

আমি কেবল ডরি
তাদের মনে করি ।
তাইতো লিখি ছড়া
মিষ্টি ঝালও কড়া ।
বৃষ্টি এবং নদীর জলে
ভিজাই মনের খরা ।।

রাজার হলো সাজা

আদ্যি কালের গল্প শোনো
এক যে ছিলো রাজা,
খেতো তিলের খাজা
খোকা খুকু খেলে তাহা
মিলতো তাদের সাজা!

রাগ্‌লো শিশু যারা
শহর,নগর, পাড়া!

সবাই মিলে ধরবে রাজায়
যেই করেছে পণ,
তাইনা দেখে কাঁপলো রাজা
কাঁপলো সিংহাসন!

করবে এখন কী যে
ভাবছে রাজা নিজে!?

ঠিক করেছে যেই
দৌড়ে পালাবেই,
উল্টে গেলো গর্তে পড়ে
নিজের অজান্তেই!

ভাঙ্গলো রাজার মাজা
নিজেই পেলো সাজা
রাজা এখন মনের দুখে
খায় না তিলের খাজা ।

নতুন ভোরের গান

নতুন দিনে শুনবো সবাই
নতুন ভোরের গান,
ফুল পাখিদের থাকবে কথা
মায়ের সুরে টান।

যেম্‌নি ভোরে পাখির গানে
জুড়ায় সবার প্রাণ,
তেম্‌নি জাগে নদীর বুকে
ঢেউয়ের কলতান।

মায়ের চোখে জল

সে দিন কী কেউ জানতো?
দুরন্ত ওই কিশোর যারা
মায়ের আঁচল টানতো-

সেই ছেলেরা বদ্‌লে যাবে
করবে কঠিন পণ!
লড়বে ভীষণ রণ!

জান্‌তো না তো কেউ
মায়ের দেয়া ভালোবাসায়
জাগ্‌ছে মনে ঢেউ ।

দস্যু নিধন শেষে
বাংলা মায়ের বিজয় নিয়ে
ফিরবে বীরের বেশে ।

কিন্তু গেলো জান্
মনটি মায়ের কাচের মতো
ভাঙ্গলো যে খান্ খান্ ।

মায়ের চোখে জল
সেই জলেতে শাপলা ফোটে
গাইছে দোয়েল দল ।।

শৈশব স্মৃতি

সেই কবে 'আনু' বোন
হাতে ধরে নিয়ে,
লিখে নাম দু'আনায়
শ্রেণী ঘরে দিয়ে
চলে যায়। মন বলে-
'দেবো নাকি ফাঁকি'?
সে দিন পড়ার ছলে
মনে ধরে রাখি।

মৌলভী মিঠে স্যার
গাজী কড়া গুরু,
মোটা বেত দেখে মন
কাঁপে দুরু দুরু !

রেল গাড়ি ফু..ত্ করে
শুনে মন যুত্ করে।

আমতলা পড়েছি
হেলে-দুলে নাম্তা
চনাবুট্ পকেটে
আরো ছিলো আম্তা।

সাথীদের নিয়ে খাই
সাথে কতো গান গাই
সেই দিন থেকে শিখি
মোরা সবে ভাই ভাই।

সাথী হলো কতো
বর্ণমালা যতো
জীবনের ঊষা সেই
স্মৃতি শত শত।।

নেকড়ে নেতার খেয়াল

চাপলো মাথায় খেয়াল
নেক্‌ড়ে এবার নেতা হবে
ভাঙ্গবে সকল দেয়াল!

ডাকবে বড়ো 'মিটিং'
নির্বাচনে নিজকে এবার
করতে হবে 'ফিটিং'!

হুক্কা হুয়া শোনে
কেউবা এলো, বাকী যারা
ডাকলো তাদের 'ফোনে'!

বলছে সবে - কিহে ভায়া
ওঠ্‌লে কেন ক্ষেপে
ধরছে কি কেউ চেপে!?

-'না-না। আমার অন্য কথা
বলতে সবায় চাই,
আমরা সবে সুখে-দুখে
পরস্পরের ভাই!

মান্‌লে আমায় সবে
দুঃখ যতো ঝরে যাবে
পাখির কলরবে।

এই অভাগার 'ক্রাই'
রাজ পদে ভোট চাই,
পারলে হতে নির্বাচিত
দেবো 'চিকেন্‌ ফ্রাই'!

শিয়ালেরা একই জোট্‌
সবাই দিলো নেক্‌ড়ে ভোট।

বন শিয়ালের দল ভারি
যোগ দিয়েছে নেক্‌ড়ে দলে
বাদ-বাকীরা দল ছাড়ি-

পালায় দূরের গহীন বন
বুঝতে পারে দুষ্ট ওরা
কোনো কালে নয় আপন (!!)

গাধার শিং

গুলিস্তানের ফুট্‌পাথে এক
মস্ত বড়ো আঁকিয়ে,
আঁকলো গাধা তারপরে তায়
শিং দু'টো দেয় বাঁকিয়ে!

প্রশ্ন করে সবে -
গাধার আবার শিংও গজায়
কে দেখেছে কবে?

শিল্পী নিথর চুপ
দিচ্ছে ধ্যানে ডুব!

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো এক
পাগলা গাধা সার্কাসের,
দৌড়ে এলো বাঁধন ছিঁড়ে
কিন্তু বিষয় 'নার্ভাসের'!

'আপন জাতের এই অপমান
আঁকলো কেরে শিং'?
শিং আঁকিয়ের মারলো গুঁতো
পাগলা গাধা 'কিং'!

এক গুঁতোতে ছিট্‌কে পড়ে
হায়! কুপোকাত আঁকিয়ে,
কান্ড দেখে অবাক সবে
থাকলো শুধু তাঁকিয়ে!!

গ্রামে সে নামে সেরা

গ্রামে সে নামে সেরা
চেরাগ আলী মোল্লা
পাঠশালা যেতে গিয়ে
পথে খেলে গোল্লা।

বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে
ধরে ছোটো পুটি,
কাদায় গড়িয়ে পড়ে
হাসে কুটি কুটি।

মেরে চুপ্ বনে বনে
খাবে কতো কী যে,
পড়শির গাছে লিচু
পেড়ে খাবে নিজে।

হাজিরার খাতা দেখি
চেরাগ আলী নেই নেই,
ইস্কুলে গেলে পরে
রোদে সাজা পাইবেই।

বসে না সে বই খুলে
মাথা করে ঝিম্ ঝিম্,
বছরের শেষে পাবে
ইয়া বড়ো ডিম ডিম!

চেরাগের লেখাপড়া
গেলো অবশেষে,
ভবঘুরে হলো সে
আমাদেরই দেশে।।

মায়ের উপদেশ

মা বলে-ও রোজীনা
কোথায় ঘুরিস্ বুঝি না
আমার কথা শোন্
তোরা দু'টি বোন
গাছে গাছে চড়বে না
ঝগড়া-ঝাঁটি করবে না।

নেই যেটা মোর নিজের ঘরে
পরের কাছে যাবে না,
চলবে যখন রাস্তা ঘাটে
তখন কিছু খাবে না।

মা মনিরে তোরা
আমার চোখের জোড়া
শোন্লে কথা খাইতে দেবো
মজার শালুক পোড়া।

দুই বোনে এক সাথে
পড়বে বসে রাতে
শুইতে যাবে দশটা বাজে
বলতে না হয় যাতে।

উপদেশে
বলছি শেষে
রাগটি মনে রাখবে না,
নিজের কাজও করবে নিজে
কাউকে তাতে ডাকবে না।

ঝগড়া-ঝাঁটি

খেলতে গিয়ে ঝগড়া করি
ঝগড়া লাউয়ের মাচায়,
একটু সুখের হাওয়া এলে
গর্বে মোদের নাচায় ।

বইয়ের পাতায় চোখটি রেখে
মনটি দিলে খুলে,
জানতে পারি চাঁদের বুড়ির
জট্ ধরেছে চুলে!

চর্কা সে আর কাটে না
আগের মতো খাটে না!

তার কি সময় আছে?
চোখ পালানী খেলা শেখে
নাতি-পুতির কাছে!

এই পৃথিবী ফেলে
তার নাতিরা মঙ্গল গ্রহে
চড়ুইভাতি খেলে!

ওরা দেখো সামনে কতো
আমরা অনেক পিছে,
আর কতোকাল ঝগড়া-ঝাঁটি
লতাপাতার নীচে (??)

আয়রে তোরা

আয়রে তোরা কে যাবি আয়
গাঁয়ের ছেলের দল,
খেলবো সাঁতার ডাকাতিয়ায়
মিষ্টি শীতল জল.. ।

অই নদীতে নেই কোনো ঢেউ
নেইতো কুমির ভাই,
মাঝ নদীতে খুঁজলে পাবে
মুক্তো ঝিনুক তাই-
চল্না সাথী আয়রে ছুটে
খোকা-খুকুর দল.. ।

খেলবো মোরা কুমির কুমির
খেলবো 'লুবি' রোজ,
ডুবে ডুবে পেয়ে যাবো
পাতাল পুরীর খোঁজ
সেই পুরীতে মিলবে হীরে
চলনা মিতা চল.. ।

নামটি নদীর শোন্লে যদি
ভয়টি মনে আসে
সত্যি বলি ডাকাত সে নয়
মোদের ভালোবাসে
বুক ভরা তার মায়ের আদর
চোখে স্নেহের জল.. ।

প্রিন্সেস্ মনিরা

[লাল সাগর ও তেলের খনির দেশে
জন্ম নিলো একটি শিশু
রাজার পরিবেশে।]

প্রিন্সেস্ মনিরা সে
ডাকে সবে মোনা,
দাসী যতো ফিলিপিনা
করে দেখাশোনা।

মোনা বেড়ে ওঠে
গোলাপ হয়ে ফোটে
আরব থেকে মনটি তাহার
দূর-অজানায় ছোটে।

কাজ হলো তার দু'টি
'ক্যাপ্ছা' খাবে
নাক ডাকাবে
ঘুমে লুটো পুটি।

ডোলে ভরা টাকা
রাজা তাহার কাকা
তার ইশারায় ঘুর্তে থাকে
সব বিমানের চাকা!

পাখ্না মেলে উড়ে
দূরে বহু দূরে
বছর থেকে নয়টি মাসই
বিদেশেতে ঘুরে!!

*ক্যাপ্ছা : আরবীদের প্রিয় খাবার। অনেকটা বাংলা বিরিয়ানীর মতো।

নামতার ছড়া

এক এক্‌কে এক
কাঠ বিড়ালী খায় পেয়ারা
দেখ্‌না চেয়ে দেখ্‌।

দুই এক্‌কে দুই
ধরতে গেলে দেয়কি ধরা?
কাঠ বিড়ালী, সুঁই!

তিন এক্‌কে তিন
বই না পড়ে হয় না বড়ো
মনটা কোনো দিন।

চার এক্‌কে চার
হয় না বলে থাম্‌লে কেন?
দেখ্‌না আর একবার।

পাঁচ এক্‌কে পাঁচ
খাবার বেলায় খাবে শুধু
সব্‌জি, ছোটো মাছ।

ছয় এক্‌কে ছয়
মনটা যেন সুবাস মাখা
ফুলের মতো হয়।

সাত এক্‌কে সাত
দেখতে সবার ভালো লাগে
শ্রাবন ধারাপাত-এবং
জোছনা ধোয়া রাত।

আট এক্‌কে আট
ইস্‌কুলেতে শিখলে ভালো
মিলবে সোনার খাট।

নয় এক্‌কে নয়
দত্যি-দানো মিথ্যে ওসব
করবে নাকো ভয়।

দশ এক্‌কে দশ
শীতের দিনে গরম পিঠা
মজার খেজুর রস।
শোন্‌লে তো আজ অনেক কিছু
পড়তে এবার বস্‌।

ছোট্ট পাখি

ছোট্ট পাখি টুন্‌টুনি
খুকু ডাকে 'তুনতুনি',
আয়্‌লে তুনি কাতে আয়
আলতা মাকি আতে পায়।

খোকার ছড়া

শুন্‌তে এলো খোকার ছড়া
কুনো ব্যাঙের ছানা,
ছড়ার তালে নাচতে থাকে
তাইরে.. নারে... তানা ।

নাচতে এলো ফড়িং
ধরতে গেলে উড়িং
উড়ে উড়ে বলছে-'খোকা
ধারটা নেহি ধরিং'!

নাচতে এলো টিক্‌টিকি
চিৎ হলো সে ঠিক্‌ ঠিকই ।!

বকুল হয়ে ঝরে

ব-এর মানে বরকত হবে
র-এর মানে রফিক,
বাঙলা দাবীর মিছিল করে
জব্বার এবং শফিক।

মায়ের ভাষার তরে
বকুল হয়ে ঝরে!

পড়লো ঝরে কত্তো আরো
বাঙলা প্রেমী ছালাম,
ছয়টি ঋতুর ফুলে ফুলে
ওঁদের করি সালাম।

প্রশ্ন

সূর্য যদি মামা হবে
চাঁদ কি তবে মামী?
মামীতো বেশ শান্ত মেয়ে
খুব্ রাগী তার স্বামী!

সূর্য কি সব আলোর রাজা
চন্দ্র কি তার রানী?
প্রশ্ন করে ছোট্ট মেয়ে
'বৈশাখী' আর 'তানি'।

বলছি- পড় বই,
'জানবে সকল বিষয় যদি
বইকে বানাও সই'।

মায়ের ভাষা

আমার মায়ের ভাষা যারা
পাল্টে দিতে চায়,
শক্ত শেকল দিয়ে তাদের
বাঁধবো বুটের পায়!

লিখবো মায়ের ভাষায় চিঠি
হাসবে চাঁদও মিটি মিটি ।

বাঙ্‌লা চিঠি বলবে কথা
সকল ঠিকানায়,
যেম্‌নি মায়ের কথা-সুরে
সব পাখিরা গায় ।

তোর পরিচয় কি?

আমার দাদা বীরডুবুরি
বাবায় বাঘের-টাগ,
দাদার দাদায় বন্ধু বানায়
বাঘের সঙ্গে ছাগ!

খালু, ফুফা 'কীটস্ ও শেলী'
খালায় নভোচারী,
ইচ্ছে হলেই দিতে পারি
সপ্ত আকাশ পাড়ি।

হাস্‌লি কেন? ফাজিল তোরা
বোকা ব্যাঙের ছানা,
আমার দাদার চাকর ছিলো
তোদের বাবার নানা।

বৃদ্ধ কোলা বললো রেগে-
'ওগো বীরের ঝি,
সব পরিচয় পেলাম তবে
তোর পরিচয় কি?

এ লেখকের অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থাবলীঃ

ছড়া গ্রন্থ ঃ

(১) কিচিরমিচির ১৯৮৯ (২) ভোরের শিশির ১৯৯৭
(৩) বৃষ্টিকে চিঠি ১৯৯৮ (৪) লড়াই (রাজনৈতিক ছড়া) ১৯৯৯
(৫) আরবের বাঙলা ছড়া (৬) পাখির রাজা ফিঙে (ছড়া)২০০০
(৭) ভাল্লাগে না (কিশোর কাব্য) ২০০১

গল্প গ্রন্থ ঃ

(৮)'প্রেম অনলে' ১৯৮২
(৯)'রেজিয়াদের উপাখ্যান' ১৯৯৬
(১০) কাচ ভাঙ্গার শব্দ

সম্পাদিত যৌথ কাব্যগ্রন্থঃ

(১১) দেয়াল বিহীন কারাগার - এর প্রেম ১৯৯৮ (প্রকাশকাল)
(১২) কলাম (নিবন্ধ গ্রন্থ) (বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত কলাম সংকলন)
(১৩) তুমি এলে তাই বৃষ্টি এলো (কাব্যগ্রন্থ)

বিগত দেড় দশক ধরে এ লেখক কর্তৃক সম্পাদিত হচ্ছে রিয়াদ, সউদী আরব হতে একমাত্র নিয়মিত সাহিত্যপত্র "মরুপলাশ"

যোগাযোগঃ E-mail : dewanbaset@hotmail.com
marupalash@yahoo.com